সংবাদ

25 FEB 203
৮/১

ডোমার সরকারি কলেজ ॥ তিনটি বিভাগ এখন সম্পূর্ণ শিক্ষকশূন্য

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না/ আসাদুজ্জামান চয়ন ॥ উত্তর সীমান্তের উপজেলা ডোমারে শালকি নদীর তীরে হিমছাম পরিবেশে গড়ে ওঠা ডোমার সরকারি কলেজ আকণ্ঠ ডুবে আছে নানা সমস্যায়। শিক্ষক, কর্মচারী সঙ্কট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সমস্যাই এখানে প্রবল। আদলে সরকারি হলেও এখানে জনবল আছে স্টাফিং প্যাটার্নের সিকি ভাগেরও কম। এই ঘাটতি নিয়ে কলেজ চালাতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে চরমভাবে।

কলেজের ১১টি বিভাগের মধ্যে ৩ টি বিভাগ এখন সম্পূর্ণ শিক্ষক শূন্য। শিক্ষক ধার করে খুঁড়িয়ে চলছে ক্লাস। এখানে কোন শিক্ষক বা অধ্যাপককে পোস্টিং দেয়া হলে তিনি যোগদানের পরদিন থেকেই অন্যত্র বদলির তদবিরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অল্পদিনে তা হয়েও যায়। ভাল আবাসন সুবিধার অভাবকে এ অবস্থার জন্য দায়ী করলেন একজন শিক্ষক।

আর এই অবস্থার কারণে কলেজের ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর পাঠ গ্রহণের ঘাটতি আদৌ ঘুচছে না। একজন ছাত্রী জানালেন, আগে তো ছাত্রছাত্রীরা বাংলা বিষয়ে নিয়মিতভাল ক্লাস পেত। কিন্তু বাংলার শিক্ষকও শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়ায় এ বিভাগও এখন শিক্ষক শূন্য।

কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও বিজ্ঞানের বিষয়গুলো প্রায়ই থাকে শিক্ষক শূন্য। বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান যন্ত্রপাতির অভাব। জোড়াতালি দিয়ে চলছে। বিজ্ঞানের ৪টি বিভাগের একটিতেও কোন প্রদর্শক নেই।

কলেজের গ্রন্থাগারে রয়েছে বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার। কিন্তু তাতে কোন গ্রন্থাগারিক নেই। সরকারিকরণের পর থেকে এ পদগুলো আত্তিকরণই করা হয়নি। ফলে লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার অভাবে উইপোকা খাচ্ছে মূল্যবান বই-পুস্তক।

কলেজে একজন শরীরচর্চা শিক্ষকের পদ রয়েছে। কিন্তু তা এখন শূন্য। এতে শিক্ষার্থীরা ক্রীড়ার ভালো প্রশিক্ষণের, অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে না।

সরকারি কলেজে তৃতীয় শ্রেণীর পদ থাকার কথা, সেখানে ডোমার সরকারি কলেজে পদ আছে তিনটি, তারও একটি শূন্য দীর্ঘদিন। এতে প্রশাসনিক কাজে সমস্যা হচ্ছে। একইভাবে বেয়ারার পদ দরকার ৭টি, ৫ টিও আত্তিকরণ করা হয়নি। ৪র্থ শ্রেণীর কয়েকটি পদও সৃষ্টি করা হয়নি।

কলেজের দু'শতাধিক ছাত্রীর জন্য একটি কমনরুম থাকলেও সেখানে কোন আয়া পদ নেই। বাধ্য হয়ে কলেজ নিজস্ব ব্যবস্থায় একজন আয়া নিযুক্ত করেছে মাস্টার রোলে।

কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শাখা থাকলেও স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান নেই।

কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন অপশন বিষয় নেয়ার সুযোগ নেই ছাত্রছাত্রীদের। পছন্দ- অপছন্দের বালাই নেই, নির্দিষ্ট বিষয়গুলো (সব বিষয়) গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ সবগুলো বিষয়ই আবশ্যকীয়, অথচ এখানে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার চাহিদা সত্ত্বেও কৃষি বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় খোলা হয়নি।

এরকম হাজারও সমস্যায় জর্জরিত ডোমার সরকারি কলেজ। একটু যত্ন নেয়ার দাবি এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের।